আহ্বান

খন্দকার মো: আবদুল গণি

একজন মসী যোদ্ধা সেই যার একমাত্র ব্রত শক্ত হাতে মসীধারণ করা। সমস্ত স্বার্থের উর্ধ্বে সে। সমস্ত লোভ-লালসাকে দু' পায়ে মাড়িয়ে সে পৌঁছে যাবে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। যার মসী অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষন করবে। স্ব-জাতী ও স্বদেশের বন্দনাই হবে যার একমাত্র কাম্য। স্বদেশ জননীর রূপ-রস-মাধুর্য পান করে সেই জননীর সাথে কস্মিনকালেও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। লক্ষ-কোটি ভ্রাতা-ভগ্নির মাঝেই সে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল ধরে। ভ্রাতা-ভগ্নির দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে মুক্তির শানিত বাণ যার মসী হতে ঝরে পড়বে। দর্পনস্বরূপ তা গ্রহণ করে মুক্তি পাবে মুক্তি পাগল জনতা এবং বিপদকালে তার মাঝেই ডুব দেবে পথ অন্বেষণের জন্য। এ পথ বড়ই কঠিন। তবে নিঃস্বার্থ পরোপকারী এবং প্রকৃত সাধনার ব্রত নিয়ে অগ্রসর হবার মানষিকতা থাকলে অবশ্যই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। ভন্ডামীর মসী হাতে ধারণ করে বিকৃত রুচীবোধ জাগালে উদর পূর্তি সম্ভব হতে পারে কিন্তু বৃহত্তর কল্যান সাধিত হবে না। এ পথ যে অবলম্বন করবে সে সৈনিক নয়। সৈনিক নামধারী ভন্ড-প্রতারক, যে স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চরম সংকটকালে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। স্বদেশ ও স্ব-জাতীর মংগল তার কাম্য নয়। তার স্বার্থ সিদ্ধিই তার কাম্য।

আজ এই ক্রান্তি লগ্নে যুদ্ধে আহ্বান জানাই মসীযুদ্ধের অগ্র সেনানীকে, যার মসী তীক্ষ্ন ক্ষুরধার। অসির চেয়ে মসী বড় এ প্রবাদটি শুধুমাত্র লিপিবদ্ধ করার জন্য নয় এর স্বার্থক ব্যাবহারের জন্য। স্বার্থের অসির কাছে আজ মসীযোদ্ধারা বন্দি ভাবে ঝিমানো জীবন যাপন করছে অনেকটা মৃগী রোগির মত। কাঁপতে কাঁপতে এরা আজ পড়ে আছে রাস্তার মাঝে। তাদেরকে উৎখাত করার এখনই সময়। নয়তো এরা পড়তে পড়তে এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যে প্রকৃত মসীযোদ্ধাদের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। ওগো মসী যুদ্ধের শানিত বাণধারী তরুণ জেগে ওঠ, নুড়ী পাথরের মত যারা কম্পিত হস্তে মসী ধারণ করে দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরকে ঠেলে ফেলে দাও। নয়তো ওরা দৈত্য যেভাবে আরব্যরজনীর সিন্দাবাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল সেভাবেই তোমার ঘাড়ে চেপে বসবে। তোমার ঘাড়ে বসে স্বার্থের জয়গান গাইবে। তোমার পথ সৃষ্টি করে নাও। ওরা পথ বাতলে দেবে না আবার পথ ছাড়বে ও না, সুতরাং লাথি মেরে দাও এইসব নামধারী মসীযোদ্ধাদের।

কে ওখানে? কাঁদছ কেন মসীধারী নবীন সৈনিক? ওরা ডেকে এনে তোমায় অপমানের তীক্ষ্ন বাণ ছুঁড়েছে বুঝি? সেই দুঃখে তোমার আঁখি হতে অশ্রুবিন্দু ঝরছে? তুমি কি পালিয়ে যাবে? হারিয়ে যাবে অমানিশার অন্ধকারে? হাঃ! হাঃ! একজন মসীধারী সৈনিক তো কাঁদতে জানে না। যুদ্দক্ষেত্রে চুড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র তো ছাড়ে না। তুমি কেন ছাড়বে? জ্বলে ওঠ- ওরে নবীন সেনিক জ্বলে ওঠ। তোমার বিদ্রোহের দাবানল দাহে জ্বালিয়ে দাও, বিকৃত মসীধারীদের দূর্বল মসী। স্ব-জাতীর রক্তে মীরজাফরের রক্ত ঢুকেছিল ১৭৫৭ সালের ২৩মে জুন। সেই রক্তের ছিটে ফোঁটা এখনও এদের শিরায় বহমান। সেই মীরজাফরের দল বে-ঈমানী করে যাচ্ছে নিজস্ব মসীর সাথে। যেভাবে ঔপনিবেশিক শাসকের হাতে বিক্রি হয়েছিল এই দেশ ঠিক সেইভাবে একশ্রেনীর বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন কারী মসীধারী দালাল ভিনদেশী দালালদের সাথে আঁতাত করে বিক্রি করে দিচ্ছে নিজস্ব ঐতিহ্য। সইবে কেন এই হীন

কপটাচার? তোমার শিরা-উপশিরায় বয়ে চলে তারুন্যের টগবগে শোনিত। সততার মন্ত্রে উজ্জিবীত সৈনিক তুমি। তোমার অসি হতে ঝরে স্বদেশের বন্দনাবাণী বঙ্গমাতার সুনিপুন ছোঁয়ায় গড়া তোমার জীবন। বঙ্গমাতার অবারিত রূপ যারা কলুষিত করতে চায় তাদের দলে তুমি থাকবে কেন? তাদের একটু আঘাত তুমি বিপর্যস্ত পঙ্গু হবে কেন? তুমি কি দেখনি অমানিশার অন্ধকার পেরিয়ে দেখা মেলে শুকতারার। তারপর প্রভাতের আলো ফুটে উঠে। ওই বিকৃত মসীধারীরা তোমার চুল ও ছুঁইতে পারবেনা। শুধু হা-হুতাশ করে যাবে। কারণ তুমি স্বার্থলোভে প্রতারক নও। তোমার মসী গর্জে উঠে সততার উজ্জীবিত বাণে। মনে রেখ সততার মৃত্যু হয় না- হতে পারে না।

ও কি! কাঁপছ কেন নবীন সৈনিক? বীর সেনানীগণ সহস্র মৃত্যু লঙ্ঘিয়ে এগিয়ে যায় সম্মুখে। তুমি তোমার বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে যাও সম্মুখে আর ও সম্মুখে। এ পথে তুমি একা নও। পথ প্রান্তে পড়ে আছে তোমারই মত আঘাতসহী শত সহস্র তরুণ সেনানী। তাদেরকে সঙ্গী করে নাও। একই পতাকা তলে তোমরা এসে দাঁড়াও। সংঘবদ্ধ হও একঝাঁক তরুণ মসী সৈনিক। বঙ্গমাতার আর্শীবাদ তোমাদের সঙ্গে। বঙ্গমাতার শত-সহস্র সন্তান তোমাদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত। একঘেয়েমী আর দালালীপণা অসি নিঃসৃত বাক্য শ্রবনে ও দর্শনে এদের কর্ণের পিনা ভোঁতা হয়ে গেছে, চোখের রেটিনায় ছানি পড়েছে। তোমার শানিত বাণধারী অসী নিঃসৃত বাণী ঝরিয়ে ফিরিয়ে আনো আবারও সঠিক পথে। এরা তোমাকে শত-সহস্র কোটি প্রনাম জানাবেই জানাবে। শুধু মাত্র প্রয়োজন ধৈর্য ও নিষ্টার সাথে তোমার অসীকে সঠিক পথে এবং সঠিক পন্থায় চালানো। মাকালফলের মত অন্তসারশূন্য না হয়ে বৃথা আস্ফালনে গন্ডুস না ভরিয়ে, আলস্য ত্যাগ করে সততার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে তুমি সম্মুখে এগিয়ে গেলেই তোমার সাফল্য অনিবার্য। তোমাকে হতে হবে কামিনী ফুলের মত, সন্ধ্যামালতীর মত নয়। তুমি দেখনি কামিনী ফুলের সু-ঘ্রানে বিষাক্ত সর্পরাজ ছুটে আসে? স্বার্থলোভি বিকৃত মসীধারীরা যতই বিষাক্ত হোক তোমার ঘ্রানে ছুটে আসবেই, শত সহস্র কোটি প্রণাম জানাবেই। একদা যে ললাট শূন্য ছিল সেই শূন্য ললাটে বিজয়ের রাজটীকা পরাবেই-পরাবে। নবীন মসী যোদ্ধাদের জয় হোক। কুয়াশার ধুম্রজালে বঙ্গমাতার ঐতিহ্য যারা ম্লান করেছে তারা নিপাত যাক্। রক্ষা পাক প্রকৃত মসীর মন্ত্রবাণী। নবীন মসীবাণ আরও তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার হোক।

খন্দকার মো: আবদুল গণি, নাটোর